ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৫৬
আগরতলা,২ অক্টোবর,২০১৮

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ ভোরে এক বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রভাত ফেরী শুরু হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সন্মুখ থেকে। এরপর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ মোড়,জ্যাকশন গেইট,কামান চৌমুহনী,হরিগঙ্গা বসাক রোড,পোস্ট অফিস চৌমুহনী,পুরাতন আর এম এস চৌমুহনী,ওরিয়েন্ট চৌমুহনী হয়ে প্রভাত ফেরী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সন্মুখে এসে সমাপ্ত হয়। প্রভাত ফেরীর পুরোভাগে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ও রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকগণ। প্রভাত ফেরীতে অংশ নেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবার্ষিকীতে রাজ্য সরকার বর্ষব্যাপী যে কর্মসূচি নিয়েছে তার সূচনা হল এই প্রভাত ফেরীর মধ্য দিয়ে। প্রভাত ফেরী শুরুর আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্য সরকার মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ-শতবর্ষ উদযাপন করবে। আজ সারা রাজ্যে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন স্বচ্ছ ত্রিপুরা,স্বচ্ছ ভারত গঠন করতে সবাই এগিয়ে আসবেন। তিনি বলেন, গান্ধীজির ত্যাগ ও আদর্শের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই প্রভাত ফেরীতে ছিল তিনটি ট্যাবলু। একটি ট্যাবলুতে ছিল ‘রামধূন’ সঙ্গীতের। অন্য দুটি ট্যাবলু ছিলো স্বচ্ছ ভারত ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতীক সম্বলিত। প্রভাত ফেরীর পর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। চারটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়।

****